দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৬ ...

রাবিতে ১০৪ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন

রাবি সংবাদদাতা

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দূরশিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রতিফলনের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১০৪ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ মঞ্জুরি কমিশন হতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৯৯ কোটি টাকা এবং বাকি ৫ কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে আয় ধরা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী বৈঠক সিন্ডিকেটে পৃঃ ২ কঃ ৫

রাবিতে ১০৪ কোটি টাকার

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

এ বাজেট অনুমোদন করা হয়। সিন্ডিকেট সভায় সভাপতিত্ব করেন রাবি ভিসি প্রফেসর ড. আব্দুস সোবহান। বাজেটে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও বেতন-ভাতা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

বাজেটে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭১ কোটি ৮০ লাখ টাকা। এর মধ্যে মূল বেতন ৩৭ কোটি ৫০ লাখ, ভাতা বাবদ ২৭ কোটি ২০ লাখ এবং মহার্ঘ ভাতা বাবদ ৭ কোটি ১০ লাখ টাকা। এছাড়া পেনশন খাতে ১২ কোটি ৫০ লাখ, সেবা সরবরাহ (সাধারণ আনুষঙ্গিক) বিষয়ে ১১ কোটি, শিক্ষা আনুষঙ্গিক বিষয়ে ৭ কোটি, মেরামত ও সংরক্ষণে ১ কোটি ৩৫ লাখ, সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় বাবদ ৬০ লাখ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খাত গবেষণা বিষয়ে একটা বড় অংকের বরাদ্দ থাকার কথা থাকলেও গবেষণা খাতে এ বছরে আলাদা করে কোন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়নি। এছাড়া গত ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ৯৯ কোটি ৬২ লাখ টাকার সংশোধিত বাজেটও সিন্ডিকেটে উত্থাপন করা হয়। সিন্ডিকেট বৈঠকে বাজেট বক্তব্য দিতে গিয়ে রাবি কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আব্দুর রহমান বলেন, এ বছরে পরিবহন সেক্টরের সুবিধার জন্য আরও তিনটি নতুন বাস ক্রয় করা হবে। কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক বাজেট পেশের পর বাজেটের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা শেষে তা সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছরের জন্য ইউজিসির বরাবর ১০৬ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হলে ইউজিসি বিভিন্ন পর্যালোচনা শেষে ১০৪ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করে। গতকাল বুধবার অনুমোদিত বাজেট সম্পর্কে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে রাবি কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আব্দুর রহমান জানান, এবারের বাজেটে নতুনত্ব কিছু নেই। প্রতিবছরের বাজেটের ওপর ভিত্তি করেই এ বছরের বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে। শিক্ষা উপকরণের ঊর্ধ্বমূল্যের কারণে গত বছরের চেয়ে এ বছরের বাজেট কিছুটা বৃদ্ধি করা হলেও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় সেটা অতি নগণ্য বলে অনেকে মনে করছেন।